ক্যারিয়ারের ধারণা

ইউনিট 1

ভূমিকা

মানুষের জীবনে বড় হওয়া, বেড়ে ওঠা এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি বেশ বিস্তৃত। তাই শিক্ষার্থীর জীবনে ক্যারিয়ার গঠনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সম্পর্কে জানা আবশ্যক। সেই দিক বিবেচনা করে এই ইউনিটে ক্যারিয়ার শিক্ষার কয়েকটি পাঠ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো, যা ক্যারিয়ার শিক্ষার পথ অনুসন্ধানের পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : ক্যারিয়ার ও এর বিকাশ
পাঠ-১.২ : ক্যারিয়ার রূপরেখা বা মডেল
পাঠ-১.৩ : ক্যারিয়ার শিক্ষা ও এর গুরুত্ব
পাঠ-১.৪ : আমি, আমার শিক্ষা ও ক্যারিয়ার
পাঠ-১.৫ : আগ্রহ এবং যোগ্যতা
পাঠ-১.৬ : আমার ক্যারিয়ার ও মূল্যবোধ

পাঠ-১.১ ক্যারিয়ার ও এর বিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্যারিয়ার কী তা বলতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার বিকাশের উপায় লিখতে পারবেন।

ব্যক্তির জীবনব্যাপী পেশা ক্যারিয়ার-এর আভিধানিক অর্থ জীবনের পথে অগ্রগতি, জীবনায়ন, বিকাশক্রম, জীবিকা অর্জনের উপায় বা বৃত্তি। অভিধানে ক্যারিয়ার বলতে বোঝানো হয়েছে "শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে অর্জিত এমন এক কর্ম যেখানে ব্যক্তির সমগ্র কর্ম জীবনে গুণগত এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আসে, দায়িত্বের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় অর্থের নিশ্চয়তা থাকে।"ব্যক্তির জীবনব্যাপী পেশা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডই ক্যারিয়ার।

একজন শিক্ষার্থী কীভাবে জীবন গড়বে তার প্রকৃত নির্দেশনাই ক্যারিয়ার। মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতম তন্ত্রীকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত সফলতার পাশাপাশি আগামীর পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করাই হলো ক্যারিয়ার ভাবনার মূল সুর। যেখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণ নেই, ক্যারিয়ার সেখানে অনুপস্থিত। এ কারণে অশিক্ষিত একজন কৃষক এবং শিক্ষিত একজন

কৃষিবিদ যখন কৃষিকে জীবন-জীবিকার পথ হিসেবে বেছে নেন, তখন কৃষকের জন্য কৃষি পেশা হলেও কৃষিবিদের জন্য তা ক্যারিয়ার। পড়ালেখা যে ভবিষ্যত ক্যারিয়ার স্থির করে, তা ঠিক নয়। পড়ালেখার গতি ঠিক রেখে নিজেকে ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার গঠনের জন্য তৈরি করাই আপনার জীবনের মূল আদর্শ। তাছাড়া ক্যারিয়ার অর্থ শুধু পেশা নয়, ব্যক্তির সহজাত গুণাবলী, জীবনের লক্ষ্য, উচ্চাকাঙ্খা, লালিত বিশ্বাস ও আদর্শ, সন্তুষ্টি, মানবিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো ক্যারিয়ারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নিজকে জানাঃ ক্যারিয়ার বিকাশের জন্য আগে নিজেকে জানতে হবে। নিজের ভাল লাগা, মন্দ লাগা, ব্যক্তিত্ব, রুচি, মূল্যবোধ, আগ্রহের বিষয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে সব বিষয় আপনার কাজকে প্রভাবিত করে বা করবে। সামর্থ্য আত্মবিশ্বাস, দুর্বলতা।

খোঁজখবরঃ কাজের ধরন, ক্যারিয়ার গড়ার সম্ভাবনা, আর্থিক নিরাপত্তা, কাজের পরিবেশ, সে পেশায় আসতে হলে কী ধরনের যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আর শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার।

সিদ্ধান্ত ও পরিচালনাঃ নিজের সামর্থ্য, পছন্দ এবং বাজারে চাকরির সহজলভ্যতা অনুযায়ী ক্যারিয়ার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত।

নিজেকে তৈরি করাঃ ক্যারিয়ার নির্বাচন এবং ছক তৈরির পর নিজেকে তৈরি করা। পেশা অনুযায়ী পড়াশোনা, দক্ষতা বাড়ানো এবং প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা অর্জন।

সারসংক্ষেপ

জীবনে সফল হওয়ার জন্য নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলা আবশ্যক। আত্মবিশ্বাস রেখে দক্ষতাভিত্তিক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব। তাই প্রয়োজন পেশাকে সামনে রেখে সে ধারা অনুযায়ী পড়া লেখা করা। নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং পছন্দ মাফিক ক্যারিয়ার ঠিক করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ক্যারিয়ার হলো জীবন গঠনের-

ক. প্রাথমিক ধাপ খ. প্রকৃত নির্দেশনা
গ. চূড়ান্ত প্রস্তুতি ঘ. অভিজ্ঞতার সমষ্টি

২. ক্যারিয়ার বিকাশের শর্ত কোনটি?

i. নিজেকে জানা
ii. প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা অর্জন
iii. আর্থিক স্বচ্ছলতা

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii, ও iii

পাঠ-১.২ ক্যারিয়ার রূপরেখা বা মডেল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্যারিয়ার রূপরেখা কী তা বলতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার রূপরেখার ধাপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

বিকাশ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। জন্মের পর থেকে যেভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ বেড়ে উঠে ঠিক তেমনি ধাপে ধাপে নিজের জীবনকে সাজিয়ে নেয় আনন্দপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য। একটা পর্যায়ে প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে। খুঁজে নেয় জীবন জীবিকার পথ। স্থির হয় কোন না কোন পেশায়।

ক্যারিয়ার রূপরেখা বা মডেল বলতে বোঝায় ব্যক্তির জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা, বড় হওয়া, প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন, যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র বাছাই করা, কাজ করা, উপরের পদে যাওয়ার জন্য চেষ্টা এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত চেষ্টা করে যাওয়া। পরিশেষে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কাজ করে অবসরে যাওয়া। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে জীবন চক্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। জীবন চক্রের একটি মডেল বা রূপরেখা উপস্থাপন করা হল। বিজ্ঞানীরা সময়ের সাথে সাথে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনের ভিত্তিতে একটি মডেল দাঁড় করিয়েছেন। এটিকে জীবন চক্র (Life Cycle) বলা যায়। কারণ এর স্তরগুলোকে ধাপে ধাপে সাজানো যায়।

জীবন চক্র

মনোবিজ্ঞানীরা তাঁর স্তর বা পর্যায়গুলোকে বয়স অনুযায়ী ভাগ করেছেন, তবে এই স্তরগুলো ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের জন্ম। প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য মানুষ শিক্ষা অর্জনের কথা ভেবেছে। অর্জিত শিক্ষাকে কর্মে প্রয়োগ করে জীবন জীবিকার পথকে প্রশস্ত করেছে। জীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষা লাভ এবং কর্মে নিয়োগ। নির্দিষ্ট সময়ের পরে অবসরে যাওয়া এভাবেই মানুষের জীবনচক্র গড়ে উঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রহমান সাহেব পড়াশুনা শেষে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। চাকরিতে বিভিন্ন পদে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে নির্দিষ্ট বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।

১. রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ডগুলোকে একত্রে বলা যায়-

ক. পেশা
খ. ক্যারিয়ার
গ. জীবনচক্র
ঘ. জীবন বৃত্তান্ত

২. রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত-

i. শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন
ii. চাকরি বাছাই
iii. অবসর গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii, ও iii

পাঠ-১.৩ ক্যারিয়ার শিক্ষা ও এর গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্যারিয়ার শিক্ষার গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- ক্যারিয়ার গড়ে তোলার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা মানুষকে সমাজে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে। মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ সভ্য সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়ালেখা করে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলে। জীবনকে বৈচিত্র্যময় করে সাজাতে ক্যারিয়ার শিক্ষার প্রয়োজন অত্যাধিক।

মানুষের জীবনে দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যারিয়ার শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটি সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরী। নয়তো জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছা কখনোই সম্ভব হবে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা শেষে কোন পেশায় প্রবেশের পূর্বে একজন ব্যক্তি কীভাবে ক্যারিয়ার গড়ে তুলবে তার ভাবনা থাকা আবশ্যক। বহুল জনসংখ্যার বাংলাদেশে চাকুরির ক্ষেত্র বেশ প্রতিযোগিতাপূর্ণ। তাই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

যে বিষয়ে আপনি পড়ালেখা করেছেন সে বিষয় সংশ্লিষ্ট চাকুরি পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এতে কাজ করতে সুবিধা হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হলে কাজে তৃপ্তি আসেনা। সব সময় মনমরা হয়ে থাকতে হয়। এতে আত্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ বা আদর্শের জায়গাটি ঠিক থাকে না। তাই এমন শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যা শারীরিক ও মানসিক শক্তির দ্বারা নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

কাজে যোগদানের পূর্বে পেশায় কর্মরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত হয়ে নেয়া এবং কাজের ধরন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করা মঙ্গলজনক। প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত বইপত্র পড়েও পেশা নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পেশা নির্বাচনও ক্যারিয়ার শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সারসংক্ষেপ

পেশা একদিনের জন্য নয়। এটা দীর্ঘ দিনের জন্য। তাই পেশা নির্বাচনের পূর্বে ক্যারিয়ার গঠনে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পড়া লেখা করতে হয়। তাই জীবনের শুরুতেই ক্যারিয়ার গঠনে আন্তরিক হওয়া দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের সাহায্য করে কোন ক্ষেত্রে?
   ক. সরকারি চাকরি পেতে　　খ. বিখ্যাত হতে
   গ. জীবনে সফল হতে　　ঘ. বিত্তশালী হতে

২. ক্যারিয়ার শিক্ষা পাঠের মাধ্যমে আমরা -
   i. কর্মক্ষেত্রের পরিকল্পনা করি
   ii. অবসর সময় কাটানোর পরিকল্পনা করি
   iii. শিক্ষার পরিকল্পনা করি
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii　　খ. i ও iii
   গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii, ও iii

পাঠ-১.৪ আমি, আমার শিক্ষা ও ক্যারিয়ার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নিজের পরিচয় বলতে পারবেন।
- নিজের শিক্ষার কথা লিখতে পারবেন।
- নিজের ক্যারিয়ার গঠনের গল্প বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে একটি। ছোটবেলা থেকেই ভবিষ্যতের পথ বিনির্মাণের জন্য একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চলতে হয়। কোন বিষয়টি আপনাকে ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত করবে সেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উপলদ্ধি করতে হবে। দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অনুশীলন করতে হবে এবং বড়দের অনুসরণ করতে হবে।

আমি আহসান হাবিব, ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার হলুদিয়া ইউনিয়নের ইয়াছিন নগরে আমার জন্ম। বাবা সরকারি চাকুরে ছিলেন এবং মা গৃহিনী। ইয়াছিন নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আমার পড়ালেখা শুরু। শেষ করেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছি। ছোট বেলা থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। পড়ালেখা চলাকালীন আমার মনে একটা ভাবনা আসলো যে, দেশের দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্য বিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা দীর্ঘ মেয়াদী সাধারণ শিক্ষা অর্জনের চেয়ে কম সময়ে কম খরচে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে উপার্জনক্ষম কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সেই ভাবনা থেকে প্রকৌশলী বড় ভাইয়ের সহযোগিতা নিয়ে একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করি। এখানেই দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করি। প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশজনেরও বেশি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারি কাজ করে। আঠারশত শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা লাভ করছে। প্রতি বছর নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা চাকরিতে যোগদান করছে। এটা আমার আনন্দ। আমি আমাকে পুরোপুরি কারিগরি শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করে আমার ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছি। ভালো লাগার কথা শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লোমা শেষ করে দেশ ও বিদেশে বেশ শুনাম অর্জন করছে। স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

আহসান হাবিবের সফল হওয়ার নিয়ামকগুলি চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আহসান হাবীবের মতো আপনাদেরও ছোটবেলা থেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে। ব্যক্তি সমাজ ও দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোনটি মৌলিক অধিকার?

ক. গান শেখা খ. খেলাধুলা করা

গ. শিক্ষা সফরে যাওয়া ঘ. লেখাপড়া করা

পাঠ-১.৫ আমার আগ্রহ ও যোগ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নিজের আগ্রহের কথা বলতে পারবেন।
- নিজের যোগ্যতার কথা লিখতে পারবেন।

কোন কিছু জানার বা করার ইচ্ছাই আগ্রহ। আপনি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চান? আপনাকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগে পড়ালেখা করতে হবে। জীব বিজ্ঞান বিষয়টি বাদ দিতে পারবেন না। প্রকৌশলী হতে চান? গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান পড়তেই হবে। ব্যাংকার হতে চান? আপনাকে বাণিজ্য বিভাগে পড়তে হবে। শিক্ষক হতে চান স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে পেশাগত শিক্ষা বি.এড ডিগ্রি অর্জন করতে হবে অথবা আইনজীবী হতে চান এল.এল.বি, ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর পেশা নির্বাচনের উপযুক্ত সময়। এখন আমরা যোগ্যতা ও আগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আপনি বড় হয়ে কোন ধরনের পেশার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চান। সে অনুযায়ী আপনাকে লেখাপড়া করতে হবে। তাই নবম শ্রেণিতে পড়াশোনার শুরুতে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বা ব্যবসায় শিক্ষা এই তিনটি ভাগে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। সে ক্ষেত্রে আপনার আগ্রহকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। জোর করে আপনাকে চিকিৎসক, ব্যাংকার বা আইনজীবী তৈরি করা যাবে না। আগ্রহের গুরুত্ব বেশি।

আপনার যদি ব্যাংকার বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হওয়ার প্রতি ঝোঁক থাকে তাহলে ব্যবসায় শিক্ষা নিয়ে পড়ালেখা করে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সাগর যখন নবম শ্রেণিতে পড়ছে তখন শ্রেণি শিক্ষক তাঁর অভিভাবকের সাথে বিষয় নির্বাচনের জন্য আলাপ করতে ডেকে পাঠালেন। সাগর এর বাবা তাহের সাহেব সুশিক্ষিত ভদ্রলোক। স্কুলে এসে ছেলের বিষয় নির্বাচনে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি জানালেন, "ছেলের ইচ্ছা বা আগ্রহ যে বিষয় পড়ার সে বিষয়েই পড়বে।" কারণ পড়ার দায়িত্ব সাগর এর নিজের। তার আগ্রহ অনুযায়ী ব্যবসায় শাখায় পড়তে অনুমতি দেওয়া হলো। পরবর্তীতে ব্যবসা শাখায় উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে একটি বেসরকারি ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।

কাজ

আপনি এখন নবম শ্রেণিতে পড়ছেন। বড় হয়ে কোন ধরনের পেশার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ পোষণ করছেন এবং কেন করছেন- যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য নবম শ্রেণী থেকেই বিষয় নির্বাচনে সচেতন হতে হবে। সাগর ও তার বাবা তাহের সাহেবের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী হতে হবে। তবেই ভবিষ্যতে মসৃণ পথ বির্নিমাণ করা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. একজন শিক্ষার্থী বড় হয়ে কোন বিষয় পড়বে- সেটি কে নির্ধারণ করবে ?

ক. শিক্ষক খ. শিক্ষার্থী

গ.অভিভাবক ঘ. আত্মীয়-স্বজন

পাঠ-১.৬ আমার ক্যারিয়ার ও মূল্যবোধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্যারিয়ার এর সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানুষের জীবন চলার পথে অনেকগুলো অভিজ্ঞতা অর্জন করে। নিজস্ব চাহিদা ও সামাজিক রীতি নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে জীবন দর্শন গড়ে তোলে। পথ চলার যে কোন ঘটনা এবং অভিজ্ঞতাকে সে তার জীবন আদর্শের প্রেক্ষিতে বিচার করে সে অনুযায়ি খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে আচরণগুলো সম্পাদন করতে শিখে। মানুষের জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত যে অনুভুতিমূলক কেন্দ্র, যা তাকে যে কোন কাজে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে তাকেই বলে মূল্যবোধ। ব্যক্তি জীবনের এই মূল্যবোধ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সামাজিক সংস্কৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই দুটির মধ্যে যে কোন একটির মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে ব্যক্তি জীবনের মূল আদর্শের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে ঘটে মূল্যবোধের অবক্ষয়। এখন আমরা ক্যারিয়ার ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জানবো।

মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের নীতিবোধ, গুণাবলি, রুচি ও প্রবণতা যা তিনি ভেতরে লালন করেন এবং বাইরে পালন করেন। একজন মানুষ সারা জীবন ব্যাপী যে নিয়ম কানুনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন, যা তার চলার পথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে এবং যা তার আচরণ ও কাজের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটাই হচ্ছে তার মূল্যবোধ। যেমন মূল্যবোধ হতে পারে তার সত্যবাদিতা। বন্ধুরা, আসুন এবার আমরা নিচের ঘটনাটি পড়ে মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করি।

তটিনী একটি বহুজাতিক কোম্পানীতে চাকরি করে। শিশুদের জন্য একটি টিনজাত দুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও অন্যান্য ফলাফলসহ একটি রিপোর্ট এসেছে। এ ব্যাপারে সব তথ্যসহ এটি একটি সেমিনারে উপস্থাপনের দায়িত্ব তার। হঠাৎ তার তত্ত্বাবধায়ক তাকে একটি টেক্সট পাঠালেন। তাতে লেখা সে যেন একটি নির্দিষ্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া উল্লেখ না করে তা উপস্থাপন করে। তটিনী চিন্তিত হল। নিজেকে প্রশ্ন করলো এমন কাজ করা ঠিক হবে?

দলীয় কাজ:

১. তটিনীর সামনে কী কী পথ আছে বলে আপনি মনে করছেন?
২. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভাল-মন্দ দিক তুলে ধরে খাতায় লিখুন।

আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কোন কাজ করা উচিত, কোন কাজ করা উচিত নয়, এ ভাবনায় মানুষ যখন পড়ে তখন উচিত অনুচিত ব্যক্তির মূল্যবোধ ভেদে ভিন্ন হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

মূল্যবোধকে ধারণ করেই ক্যারিয়ার গড়তে হবে। যা কিছু সত্য, সুন্দর, সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং যা মানুষের কল্যাণে আসে এমন বিষয় বিবেচনায় রেখে ক্যারিয়ার গঠনে মনোনিবেশ করা উচিত। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এক্ষেত্রে নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষা আপনাদের যেমন সততার সাথে কাজ করার সৎসাহস যোগাবে, তেমনি সমাজকেও সুশৃংখল করবে। বন্ধুরা আসুন, আমরা অন্যায়কে না বলি, আর মূল্যবোধ শিক্ষাকে হ্যাঁ বলি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মূল্যবোধ হল মানুষের-

ক. নীতিবোধ, গুণাবলি, রুচি ও প্রবণতা
খ) স্বাধীনতা অনুযায়ি নিয়ম পালন
গ. জনসেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখা
ঘ) বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রীয় আইন পালন

অনুশীলনমূলক কাজ

সৃজনশীল প্রশ্ন

শরীফ এ প্লাস পেয়ে এইচএসসি পাশ করে। বাবার ইচ্ছে শরীফ ডাক্তার হোক। কিন্তু শরীফ শিক্ষক হতে চায়। এ ব্যাপারে সে মা ও বোনের সমর্থন পায়। সে শিক্ষা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়। বর্তমানে সে একজন জনপ্রিয় শিক্ষক।

ক. ক্যারিয়ার কী? ১
খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শরীফের সফলতার পেছনে কোন বিষয়টি কাজ করেছে- ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. শরীফের ইচ্ছা পূরণে পরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। ৪